নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখঃ ০৮/০৪/২০২১ (পৃঃ ১১)

শেরপুর : *ঝিনাইগাতী উপজেলার ক্ষতিগ্রস্ত ধানক্ষেত দেখছেন ব্রি'র উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তারা (ইনসেটে ক্ষতিগ্রস্ত ধান)* -জনকণ্ঠ

কৃষকের মাথায় হাত

জনকণ্ঠ ডেস্ক ॥ কালবৈশাখী ঝড়, ভ্যাপসা গরম আর তপ্ত বাতাসে বিভিন্ন স্থানে বোরো আবাদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। খেতের প্রায় পাকা ধান হঠাৎ করেই চিটায় পরিণত হয়েছে। ফলে কৃষকদের স্বপ্ন ভঙ্গের মতো ঘটনা ঘটেছে। অনেকের মাথায় হাত পড়েছে। এদিকে, হবিগঞ্জে বোরো খেতে লেদা পোকার আক্রমণে কৃষক দিশাহারা হয়ে পড়েছে। খবর নিজস্ব সংবাদদাতা ও সংবাদদাতাদের পাঠানো–

শেরপুর

কালবৈশাখী ঝড়ের সঙ্গে গরম বাতাসে বোরো ধানের বেশ ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে। গত ৩দিন আগে কালবৈশাখী ঝড়ের সঙ্গে গরম বাতাস বয়ে যাওয়ায় শেরপুর সদরসহ প্রায় প্রতিটি উপজেলাতেই বোরো আবাদের ধানের শীষ সবুজ থেকে সাদা হয়ে ওই ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে। এর মধ্যে সীমান্তবর্তী ছোট্ট উপজেলা ঝিনাইগাতীতে তুলনামূলকভাবে ওই ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ বেশি। জেলা কৃষি বিভাগের তথ্যমতে, জেলায় মোট ১৮৫ হেক্টর জমির ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ আরও বেশি হবে বলে স্থানীয় সূত্রগুলো জানিয়েছে।

জানা যায়, গত ৪ এপ্রিল রবিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত পুরো জেলায় কালবৈশাখী ঝড়ের সঙ্গে পরম বাতাস বয়ে যায়। সেই সঙ্গে কোন কোন এলাকায় শিলাবৃষ্টিও হয়। এতে কোন কোন এলাকায় বাড়িঘর, গাছপালা ও বৈদ্যুতিক লাইনের ক্ষয়-ক্ষতির পাশাপাশি প্রায় প্রতিটি উপজেলাতেই চলতি বোরো আবাদের ধানের (ফুল অবস্থায়) সবুজ থেকে সাদা হয়ে ধানের শীষ নষ্ট হয়ে পড়েছে। এতে সংশ্লিষ্ট কৃষকরা আবাদের ফলন না পাওয়ার আশঙ্কায় হতাশ হয়ে পড়েছেন।

সদর উপজেলার দমদমা কালিপগঞ্জ এলাকার কৃষক জিন্নাহ আলী বলেন, রবিবার সন্ধ্যায় এমন গরম বাতাস উঠেছিল যে, বাইরে থাকা যায়নি। ঘরেও খালি গায়ে থাকতে কষ্ট হয়েছে। এ গরম বাতাসে আমাদের বোরো ধান সব শেষ। এখন আমরা সারাবছর কি খাব তা নিয়েই ভাবছি।

এদিকে ৬ এপ্রিল মঙ্গলবার ঝিনাইগাতী উপজেলার বিভিন্ন এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত বোরো ফসল পর্যবেক্ষণ করেছেন ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট গাজীপুর (ব্রি)-এর কীটতত্ত্ব বিভাগের উর্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ পান্না আলী, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. কাজী শিরিন আক্তার জাহান, উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বিভাগের উর্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. হীরেন্দ্র নাথ বর্মণসহ অন্যরা। ওই বিষয়ে (ব্রি)-এর কীটতত্ত্ব বিভাগের উর্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ পান্না আলী বলেন, উপজেলা কৃষি বিভাগের আহ্বানে আমরা একটি পর্যবেক্ষণ দল এসেছিলাম। পর্যবেক্ষণ শেষে ও কৃষকদের ভাষ্যমতে, কালবৈশাখী ঝড়ের সঙ্গে ৩৭ থেকে ৪০ তাপমাত্রার গরম বাতাস হওয়ার কারণে ধান শীষগুলো শুকিয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দফতরে প্রতিবেদন জমা দেয়া হবে।

গফরগাঁও

কিছুতেই থামছে না কৃষকের হাহাকার। যে ফসলের মাঠে এতদিন ছিল সোনালি স্বপ্ন আজ সেখানে বিষাদের ছায়া। সময় যতো বয়ে যাচ্ছে সময় ততই বাড়ছে ক্ষতির পরিমাণ। অসহায় চেয়ে থাকা ছাড়া কিছুই করার নেই। এতে ৪শ' হেক্টর জমির ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণ করেছে উপজেলা কৃষি বিভাগ। জানা যায়, উপজেলার চরআলগী, সালটিয়া, পাঁচবাগ, যশরা, রাওনা, মশাখালী, দত্তের বাজারসহ প্রায় ১৫টি ইউনিয়নের প্রায় ৪ শ' শতাধিক হেক্টর ফসলি জমি ঝড়ো হাওয়ার কারণে পুড়ে যায়। গত রবিবার বিকেলে হঠাৎ কালবৈশাখী ঝড়ের সঙ্গে গরম বাতাস ও

ঝড় আর তপ্ত বাতাসে বোরো ফসল চিটায় পরিণত

শিলাবৃষ্টিতে বয়ে যায় উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নেই। প্রথমে তাৎক্ষণিকভাবে কৃষকরা বিষয়টি আঁচ করতে না পারলেও একদিন পরেই ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি বুঝে তারা। সোমবার দুপুরে প্রখর রোদে হঠাৎ সাদা হয়ে যেতে থাকে থোড় (ধানের ফুল) আসা ধান গাছগুলো। কৃষকরা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করলে কর্মকর্তারা ছুটে যান মাঠে। দেখতে পান বয়ে যাওয়া ঝড়ে থোড় আসা ফসলের রেণু পড়ে গেছে, এখন রোদে ধানের শীষ সাদা হয়ে যাচ্ছে সব। গফরগাঁও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন জনকণ্ঠকে জানান, উপজেলার প্রায় ১৫টি ইউনিয়নের ওপর দিয়ে ভয়ে যাওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

হবিগঞ্জ

জেলার হাওড়জুড়ে বোরো ধানের বাম্পার ফলনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে লেদা পোকার আক্রমণ। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের কর্মকর্তা ও ভুক্তভোগী কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এক সপ্তাহ ধরে বোরো ধানের জমিগুলোতে এই পোকা আক্রমণ করেছে। নিচু এলাকার খেতগুলোতে পোকার আক্রমণের মাত্রা বেশি। এই পোকা দ্রুত ধান কেটে ফেলায় স্থানীয় কৃষকেরা এর নাম দিয়েছেন 'কারেন্ট পোকা'।

এ জেলার আজমিরীগঞ্জ, বানিয়াচং, লাখাই, নবীগঞ্জ, বাহুবলসহ ৯টি উপজেলায় ১ লাখ ২২ হাজার ২৩৫ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের ফলন হয়েছে। পরিমাণমতো সার ও পানি পাওয়ায় জেলায় বোরো ধানের বাম্পার ফলন হয়। এখানে বিশেষ করে হাওড়ে এ পোকার আক্রমণ বেশি। তাই ফসল নষ্টকারী পোকার কারণে হতাশ হয়ে পড়েছেন হাওড়পাড়ের কৃষকেরা। এরমধ্যে বানিয়াচং উপজেলার ৬নং কাগাপাশা ইউনিয়নের বাগিয়ার গোল, ধনপুর, লোহাজুড়ী, চমকপুর কাগাপাশাসহ উপজেলার বিভিন্ন হাওড়ে সরেজমিনে গিয়ে এই দৃশ্য দেখা গেছে।

আমতলী, বরগুনা

কৃষকের স্বপ্ন পুড়ে ফিকে হয়ে গেছে। তারা দুচোখে শুধুই ধু ধু অন্ধকার দেখছে। ঋণ পরিশোধের চিন্তায় তারা দিশাহারা। আমতলী উপজেলার ২৫ হেক্টর জমির বোরো ব্রি-৪৭ ও ২৮ ধান নষ্ট হয়ে চিটা হয়েছে। এতে বিপাকে পড়েছেন কৃষকরা। কৃষকরা দাবি করেন, গত রবিবারের কালবৈশাখী ঝড়ের ভ্যাপসা গরমে ধান নষ্ট হয়ে চিটা হয়েছে। উপজেলা কৃষি অফিসার সিএম রেজাউল করিম বলেন, অতিরিক্ত তাপমাত্রার কারণে ধান নষ্ট হয়ে চিটা হয়ে যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, ব্রি ধান-৪৭ ও ২৮ এর সহনীয় তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস। কিন্তু গত এক সপ্তাহ জুড়ে তাপমাত্রা ছিল অন্তত ৩৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের ওপরে। তাই ধানের এ অবস্থা হয়েছে। আমতলী উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, এ বছর বোরো ধানের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩ হাজার এক'শ হেক্টর। ওই লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। কৃষকরা ভাল লাভের আশায় বোরো ধান চাষ করেছেন। ফলনও ভাল হয়েছিল বলে জানান কৃষকরা। কিন্তু গত ৭-৮ দিন পূর্বে খেতে কৃষকরা ধানের শীষে পরিবর্তন দেখেন। তারা দেখতে পায় ধানের শীষ চিটায় পরিণত যাচ্ছে। তাৎক্ষণিক বিষয়টি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সিএম রেজাউল করিমকে অবহিত করেন। কিন্তু এর তেমন কারন তিনি খুঁজে পাচ্ছে না কৃষি বিভাগ। উপজেলা কৃষি বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার ২৫ হেক্টর জমির ধান নষ্ট হয়ে চিটা হয়েছে। কিন্তু বেসরকারীভাবে এর পরিমাণ আরও কয়েকগুণ বলে ধারণা করা হচ্ছে। উপজেলার ২৫ হেক্টর জমির মধ্যে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমতলী সদর ইউনিয়নের মহিষডাঙ্গা, নাচনাপাড়া, শারিকখালী,মরিচবুনিয়া, কুকুয়া ইউনিয়নের কৃষ্ণনগর, খাকদান, কুকুয়া, গুলিশাখালী ইউনিয়নের ডালাচারা, আঙ্গুলকাটা, গোজখালী, আঠারোগাছিয়া ইউনিয়নের পশ্চিম সোনাখালী, গোডাঙ্গা, গাজীপুর, হলদিয়া ইউনিয়নে তক্তাবুনিয়া, টেপুড়া, রাওঘা, চিলা ও চাওড়া ইউনিয়নের পাতাকাটা, কাউনিয়া ও চন্দ্র এলাকায়।

Sangbad Online
সংবাদ
প্রকাশনার ৬০ বছর

তারিখঃ ০৮/০৪/২০২১ (পৃঃ ১১)

মোরেলগঞ্জে বোরোর বাম্পার ফলনের সম্ভাবনা

প্রতিনিধি, মোরেলগগঞ্জ (বাগেরহাট)

বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জে বোরো মৌসুমে ব্রি-৬৭ ধানে বাম্পার ফলনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। নতুন প্রজাতির এ ফসল ৫ হাজার ৪৭৫ হেক্টর জমিতে চাষাবাদ করেছে কৃষক। সমগ্র মাঠজুড়ে এখন সবুজের সমরোহ।

লক্ষ্যমাত্রা ৫ হাজার ২৫ হেক্টর থাকলেও তা ছাড়িয়ে অর্জিত হয়েছে ৫ হাজার ৪৭৫ হেক্টর জমিতে। প্রয়োজনীয় কৃষি যন্ত্রাংশের সেচ ব্যবস্থার অভাব থাকলেও দিন দিন আগ্রহ বাড়ছে নতুন এ প্রজাতির ফসল উৎপাদনে। সরকারিভাবে পর্যাপ্ত সেচ মেশিনের ব্যবস্থার জন্য জোর দাবি করেন সাধারণ কৃষকরা।

সরেজমিনে ঘুরে জানা গেছে, উপজেলার চিংড়াখালী ইউনিয়নে এবারে বোরো মৌসুমে আমন কাটার পরবর্তীতে ৪৩০ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের আবাদ করেছেন কৃষকরা। এর মধ্যে বীজ উৎপাদনে ৫ একর জমিতে ১৫ জন চাষি মিলে প্রদর্শনী বীজতলা তৈরি করেছেন। এ প্রদর্শনীর বীজ থেকে বীজ উৎপাদন করে অন্য চাষিদের চাহিদা মিটাবে তারা। এ ফসলে প্রতি কৃষক ৬৬ শতক জমিতে ৫৫ থেকে ৬০ মণ ধান ঘরে তুলতে পারবেন বলে আশা করছেন। কথা হয় ওই গ্রামের কৃষক পলাশ রায়, মিঠুন রায়, রিপন রায়, গৌতম মিস্ত্রী, তপন রায়সহ একাধিক কৃষকের সঙ্গে। তারা জানান, এক সময় তারা এ ফসলি জমিতে দেশি আমন ধান উৎপাদনের পরবর্তীতে পতিত অবস্থায় পড়ে থাকত শত শত বিঘা ফসলি জমি। যেখানে আমন ফসল উৎপাদন হতো বিঘা প্রতি ৩০ মণ। একই জমিতে এখন স্বল্প সময়ে মাত্র ৫ মাসের ব্যবধানে অধিক লাভবান হচ্ছে। এপ্রিল ও মে মাসের প্রথমদিকে এ প্রজাতির ধান তারা ঘরে তুলতে পারবেন। বাজারে দামও রয়েছে বেশি। প্রতিমণ ধান বিক্রি হচ্ছে ১১শ' টাকা মণ দরে। সমগ্র মাঠজুড়ে এখন সবুজের সমরোহ। ধানের শীষগুলোতে এখন কুশি কান্তরা পর্যায় রয়েছে। এ বিষয়ে ইউনিয়ন উপ-সহকারী কৃষি অফিসার মইনুল ইসলাম বলেন, কৃষি অফিসের মাধ্যেমে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে সার বীজ ও সঠিক পরামর্শের মাধ্যমে নতুন নতুন প্রজাতির ফসল উৎপাদনে আগ্রহ বাড়ানো হয়েছে কৃষকদের।